তারিখ: ২ মার্চ ২০১৪

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

ভূমিকা এবং পর্যবেক্ষণের পরিধি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)। এই গ্রুপটি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে। ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট (core mandate) অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সকল পর্যায় পর্যবেক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইডব্লিউজি ১১৫টি উপজেলার মধ্যে ৪১ টিতে মোট ১,২৪৫ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। এই উপজেলাগুলো ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের সবগুলো থেকে বাছাই করা হয়। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র বাছাই করে ঐসব কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায় নির্বাচনের দিন ভোটগ্রহণ কার্যক্রম দক্ষ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও বেশ কিছু কেন্দ্রে ব্যাপক সহিংসতা, ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং জাল ভোট প্রদানের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটপ্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৬৩.১%।

ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৭% ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ৯৫.৯% ভোটকেন্দ্র সকাল ৭.৩০ টার মধ্যে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সকল কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় সকল ভোটকেন্দ্রেই যথাযথ নিয়ম

অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং এগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security seal) লাগানো হয়েছিল। বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম যথাসময়ে অর্থাৎ ঠিক ০৮.০০টা থেকে ৮.০৫ মিনিটের মধ্যে শুরু করা হয়েছিল এবং পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দুই একটি ভোটকেন্দ্রে সকাল ০৮.৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করার সময় ৯৮.৭% ভোটকেন্দ্র নিরাপত্তা পরিস্থিতি ভালো ছিল।

ভোট গ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৭১.১% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। একজন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট দিতে না পারে সেজন্য ৮৪% ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে উচ্চমান সম্পন্ন অমোছনীয় কালি ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

ইডব্লিউজি কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত উপজেলার মধ্যে ১৯টি উপজেলার পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রে ১৩১ট সহিংসতার ঘটনা এবং ১৮টি উপজেলায় ভোটারদেরকে ভয় দেখানোর ১৪১ টি ঘটনা ঘটেছে; এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। পর্যবেক্ষকগণ ১৬টি উপজেলার পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রসমূহে মোট ৯০টি নির্বাচনী প্রচারণার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা আইন বহির্ভূত; এছাড়া নির্বাচনী আইন ভঙ্গের কারণে ২৭টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে যেখানে সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ৭১টি ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতে ভোটারদেরেকে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রগুলো সাময়িকভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ভোটকেন্দ্রগুলোতে পুরুষ ভোটারের তুলনায় নারী ভোটারদের উপস্থিতি বেশি ছিল এবং গড়ে নারী ভোটারদের লাইন ২৫% বেশি লম্বা ছিল। কিন্তু নারী ভোটারদের ভোট গ্রহণ করতে ৪৬.৩% ভোটকক্ষে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা ও ভোট গণনা

ভোট গ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করার সময়ে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা গেছে; পর্যবেক্ষিত প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে এই সংখ্যা ছিল ৩৯ জন। বেশিরভাগ কেন্দ্রে উপস্থিত এসব ভোটারদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হলেও ৩.৮% কেন্দ্রে যথাসময়ে উপস্থিত ভোটারদেরকে ভোট দিতে না দিয়ে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয় - যা নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী।

ভোট গণনার সময়কাল ছিল অনেকটাই শান্ত এবং কর্মকর্তারা পেশাদারিত্বের সাথে ভোট গণনা সম্পন্ন করেন। ৮.৫% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণ গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করেছিলেন। গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসারগণ ৮৯.৮% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন।

মো. আব্দুল আলীম
পরিচালক

(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)